কলকাতা হাইকোর্ট
দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ
সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

সিও ২৮৪৬ এর ২০২৩
জয়দীপ রায় এবং আরেকজন
বনাম
শ্রীজন রেসিডেন্সি এলএলপি এবং অন্যান্যরা

আপিলকারীর জন্য	: শ্রী প্রদীপ কুমার রায়, অ্যাডভোকেট
	শ্রী তীর্থজিৎ রায় চৌধুরী, অ্যাডভোকেট
	শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা, অ্যাডভোকেট
উত্তরদাতার পক্ষে	: শ্রী সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট,
	শ্রী রাহুল কর্মকার, অ্যাডভোকেট,
	শ্রী অভিষেক বরণ দাস, অ্যাডভোকেট,
	শ্রী শ্রীজনী চোংদার অ্যাডভোকেট,
শুনানি	: ৩ অক্টোবর, ২০২৩
বিচার:	**৬ অক্টোবর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী</u>

১. ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আবেদনটি ২০২৩ সালের বিবিধ আপিল নং ২৭২-এ আলিপুরের ২৪ পরগনার বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ নং ১-কে অভিশংসন করে। আদেশের মাধ্যমে বিজ্ঞ জেলা জজ আবেদনকারীদের দ্বারা করা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২. সুবিধার জন্য, এই কার্যধারার পক্ষগুলিকে মামলায় সারিবদ্ধভাবে উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা হল, বাদী নং ১, পেশায় একজন আইনজীবী এবং বাদী নং ২, এবং একটি কলেজের সহকারী অধ্যাপক, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে

আসামীদের দ্বারা নির্মিত একটি ফ্ল্যাট ক্রয় এবং বিবাদী নং ২ এর সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর বাদীরা আবাসিক ইউনিটটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং আসামীরা ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে এটি বিক্রি করতে সম্মত হয়। বাদীরা বাটা নগরে আসামীদের অফিস পরিদর্শন করেন এবং মডেল ফ্ল্যাট দেখে বাদীরা রয়েল গঙ্গা প্রকল্পের ১৩ তলা, টাওয়ার/ব্লক ১৪, ফ্ল্যাট নং ১৩ ডি, প্রাঙ্গণ নং সি-৪-১৭৩/ নিউ গঙ্গা বাঁধ রোড, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) -এ প্রায় ১৩০৭ বর্গফুট আয়তনের একটি ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নেন, যার মূল্য ৪২০০/- বর্গফুট।

৪. বাদীরা বুকিং ফর্মটি সম্পাদন/স্বাক্ষর করে এবং চেকের মাধ্যমে বিবাদী নং ২-এর পক্ষে ২১০০০০/- টাকা প্রদান করে, যা যথাযথভাবে নগদ করা হয়। বাদীদের একটি অস্থায়ী বরাদ্দপত্র জারি করা হয় এবং বাদীরা অনলাইন ট্রান্সফার/আরটিজিএসের মাধ্যমে বিবাদী নং ১ এবং ২-কে আরও ৪৮৯৭২৩/- টাকা প্রদান করে।

৫. এরপর বাদীরা এইচডিএফসি লিমিটেড, দেশপ্রিয় পার্ক শাখা থেকে গৃহঋণ গ্রহণ করে এবং বাদীরা, বিবাদী নং ১ এবং ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

৬. এরপর বাদীরা চুক্তি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প শুল্ক বাবদ ২৪১৮৮১/- টাকা পরিশোধ করে। এরপর বিবাদী কোম্পানি ২৫.০৭.২০২৩ তারিখে খসড়া চুক্তিটি বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করে। উক্ত খসড়াটি পর্যালোচনা করার পর বাদীরা উক্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারার সাথে একমত হতে নিজেদের চেষ্টা করতে ব্যর্থ হন কারণ বাদীরা ঐ ধারাগুলিকে অবৈধভাবে স্বেচ্ছাচারী বলে মনে করেন এবং উল্লেখ করেন যে

সৃজন রেসিডেন্সি, এলএলপি/সৃজন রিয়েল্টি প্রাইভেট লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধারাগুলি মুছে ফেলার অনুরোধ জানানো হয়েছে এবং ই-মেইলের অনুলিপি তাদের তথ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য RERA-তে পাঠানো হয়েছে।

৭. ২৮শে জুলাই, ২০২৩ তারিখে বাদীরা বিবাদী-নং ১ এবং ২ থেকে একটি ই-মেইল পান যেখানে বাদীদের জানানো হয় যে ব্যবস্থাপনা রয়েল গঙ্গা প্রকল্পে বাদীদের বুকিং বাতিল করেছে। বাদীদের মতে, এই সিদ্ধান্তটি ছিল অসৎ এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন। পক্ষগুলির মধ্যে কিছু যোগাযোগের বিনিময় হয়েছিল কিন্তু বিবাদীরা চুক্তিতে বেআইনি ধারাগুলি মুছে ফেলার জন্য বাদীদের করা অনুরোধ মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানায়।

৮. অতএব, বাদীদের কাছে আইনের আদালতে যাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না এবং তারা আলিপুরের ৭ম দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) আদালতে মামলাটি দায়ের করে, যা ২০২৩ সালের ১০৫৪ নম্বর টাইটেল স্যুট হিসেবে নিবন্ধিত হয় এবং মামলার সম্পত্তিতে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ তৈরি না করার জন্য আসামীদের নির্দেশ দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আবেদন করে, কিন্তু এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

৯. এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদীরা দেওয়ানি কার্যবিধির XLIII আদেশের অধীনে বিজ্ঞ জেলা জজ, ২৪তম পরগনা (দক্ষিণ) এর কাছে আপিল দায়ের করেন এবং এটি ২০২৩ সালের বিবিধ আপিল নং-২৭২ হিসাবে নথিভুক্ত করা হয় এবং নিষেধাজ্ঞার একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্য আবেদন করেন কিন্তু বিজ্ঞ জেলা জজ, ত্রাণ প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানান এবং আপত্তিকর আদেশটি জারি করেন।

১০. বিজ্ঞ জেলা জজ জনাব প্রদীপ রায়ের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, উপস্থাপন করেন যে বিজ্ঞ জেলা জজ এই বিষয়ে জড়িত জরুরিতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যার ফলে একতরফা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কিছু ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিঃ রায় দাখিল করেন যে, যে ধারাগুলির মাধ্যমে কোম্পানি বাদীদের দ্বারা অধিগ্রহণ করা সম্পত্তি বন্ধক রাখার অধিকার সংরক্ষণ করে, তা জননীতির পরিপন্থী, কারণ ক্রেতা এবং ঋণগ্রহীতা উভয়কেই ঋণ নিশ্চিত করার জন্য সম্পত্তিটি ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখতে হবে। বিবাদী নং ১ এবং ২ অন্যদের সম্পত্তি বন্ধক রাখতে পারবেন না। একটি ধারা রয়েছে যে যদি রক্ষণাবেক্ষণের পরিমাণ বকেয়া পড়ে যায় তবে বিদ্যুৎ, জল এমনকি গেটে প্রবেশও বন্ধক থাকবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ৫০০০০/- টাকার বেশি হলে প্রোমোটার/অ্যাসোসিয়েশন ফ্ল্যাটটি বিক্রি করার অধিকার অর্জন করবে। মিঃ রায়ের মতে, এটি অযৌক্তিকতার চরম পরিপন্থী।

১১. শ্রী রায়ের একটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে বিবাদী নং ১ এবং ২ অসৎ উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তিতে এই ধরণের বেআইনি শর্ত বা শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি অর্থ উপার্জনের একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাদীদের ৪২০০/- টাকা বর্গফুট হারে ফ্ল্যাট বুক করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তাদের ৪৮০০/- টাকা দিতে হয়েছিল এবং যদি বিবাদী নং ১ এবং ২ বুকিং বাতিল করতে পারে তবে তারা অনেক বেশি দামে ফ্ল্যাটটি বিক্রি করতে পারে। এই অনৈতিক বাণিজ্য অনুশীলনকে উৎসাহিত করা যায় না।

১২. শ্রী রায়ের এই ধরনের যুক্তি খণ্ডন করে, বিবাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি দাখিল করেন যে মামলাটি তৈরি করা হয়েছে

২০১৬ সালের রিয়েল এস্টেট (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইনের ৭৯ ধারা (এখানে পরে 'RERA আইন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনুসারে এটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। RERA আইনের ৮৮ ধারার বিধান কেবলমাত্র গ্রাহক সুরক্ষা আইনের অধীনে গৃহীত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী ব্যানার্জি (২০২০) ১০ SCC ৭৮৩-এ রিপোর্ট করা ইম্পেরিয়া স্ট্রাকচারস লিমিটেড বনাম অনিল পাটানি এবং আরেকজন মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেন। শ্রী ব্যানার্জি আরও দাখিল করেছেন যে বাদীরা আইনের এই বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, যার কারণে ৩১শে জুলাই, ২০২০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির চেয়ারম্যান এবং সচিবের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে এবং তারপরে ৪ঠা আগস্ট, ২০২৩ তারিখে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। মিঃ ব্যানার্জি আরও যুক্তি দিয়েছেন যে বাদীরা, পশ্চিমবঙ্গ রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির এখতিয়ারে আত্মসমর্পণ করার পর, দেওয়ানী কোর্টের দরজায় কড়া নাড়তে বাধা দেওয়া হয়েছে। তার যুক্তির সমর্থনে, শ্রী ব্যানার্জি (২০২১) ৩ SCC ২৪১-এ প্রকাশিত ইরিও গ্রেস রিয়ালটেক প্রাইভেট লিমিটিড বনাম অভিষেক খান্না এবং অন্যান্যরা মামলার রায়ের উপর নির্ভর করেন। মিঃ ব্যানার্জির মতে, আসামী নং ১ এবং ২, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পত্তির উপর তাদের মালিকানা বজায় রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উন্নয়নের জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখতে পারে। খসড়া চুক্তিতেও এই ধরনের বক্তব্য রয়েছে।

১৩. উত্তর দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করে শ্রী রায় যুক্তি দেখান যে, একই ক্ষেত্রে দুই ধরণের আইন সর্বদা কার্যকর হতে পারে। শ্রী রায়ের মতে, সুনির্দিষ্ট ত্রাণ আইন চুক্তির নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনকে স্বীকৃতি দেয় এবং একটি চুক্তি কার্যকর করার আগে খুব ভালোভাবে কার্যকর করা যেতে পারে

যদি চুক্তিতে একটি সালিশ ধারা থাকে, তাহলে মধ্যস্থতাকারী। একইভাবে, বুকিং ফর্ম সম্পাদন করে এবং বুকিং মানি, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি জমা দিয়ে চুক্তিতে প্রবেশ করার পর, বাদীরা তাদের বাধ্যবাধকতা পালন করেছেন এবং যথাযথ প্রতিকারের জন্য তারা দেওয়ানি আদালতের কাছে যেতে পারেন। তার যুক্তির সমর্থনে, শ্রী রায় ২০০৫ সালের কলকাতা-১০৮ নম্বর আকাশবাণীতে প্রকাশিত মন্দিরা মুখার্জি বনাম জেলা উপভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরাম এবং অন্যান্য মামলায় এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করেন।

১৪. এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি বর্তমানে কাজ করছে না এবং বাদীদের বিপথগামী করা যাবে না এবং প্রতিকারহীন। এই ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৭ অধীনে প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য একটি উপযুক্ত মামলা।

১৫. রেরা আইনের ধারা ৭৯ বলা হয়েছেঃ-

"৭৯ এখতিয়ারের বাধা-কর্তৃপক্ষ বা বিচারক কর্মকর্তা বা আপিল ট্রাইব্যুনাল এই আইন দ্বারা বা তার অধীনে যে বিষয়টি নির্ধারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেই বিষয়ে কোনও মামলা বা কার্যধারা গ্রহণ করার এখতিয়ার কোনও দেওয়ানি আদালতের থাকবে না এবং এই আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত কোনও ক্ষমতার অনুসরণে নেওয়া বা নেওয়া কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে কোনও আদালত বা অন্য কর্তৃপক্ষ কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না।"

১৬. সুতরাং উপরোক্ত বিধানটি সরলভাবে পড়লে, এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে বাদীরা দেওয়ানি আদালত নামক ফোরামে মামলা শুরু করতে পারবেন না। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার স্পষ্টভাবে বাতিল করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা লাভজনকভাবে নির্ভর করতে পারি

ইম্পেরিয়া স্ট্রাকচারস লিমিটেডের (উপরে) বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর।

"২৭. RERA আইনের ৭৯ ধারায় RERA আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ বা বিচারক কর্মকর্তা বা আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার নিষিদ্ধ। ধারা ৮৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে RERA আইনের বিধানগুলি অন্য কোনও আইনের বিধানের অতিরিক্ত হবে এবং তা অবমাননাকর হবে না, যদিও ধারা ৮৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে, RERA আইনের বিধানগুলি আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও কার্যকর থাকবে।

২৮. রেরা আইনের ধারা ৭৯ সরল পাঠে, অনুচ্ছেদ (খ) এ বর্ণিত একজন বরাদ্দকারী অনুচ্ছেদ ২৪ এ উল্লেখ করেছেন। এখানে উপরে, আহ্বান করা থেকে নিষিদ্ধ থাকবে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার....."

২৯. XXX

৩০. XXX

৩১. XXX

"৩২..... ৭৯ ধারার অধীনে কোনও ফোরামের সামনে মামলা শুরু করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা না থাকা, যাকে দেওয়ানি আদালত বলা যায় না এবং RERA আইনের ৮৮ ধারার অধীনে সাফাই প্রকাশ করা হয়, এই অবস্থানটি বেশ স্পষ্ট করে তোলে। অধিকন্তু, ধারা ১৮ নিজেই নির্দিষ্ট করে যে উক্ত ধারার অধীনে প্রতিকার 'অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি কোনও ক্ষতি ছাড়াই'। সুতরাং, সংসদীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট যে বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে CP আইনের অধীনে যথাযথ মামলা শুরু করতে বা RERA আইনের অধীনে আবেদন করতে ইচ্ছুক কিনা তা বেছে নেওয়ার বা বিবেচনার অধিকার দেওয়া হয়েছে।"

১৭. শুধুমাত্র বুকিং ফর্ম জমা দেওয়ার সাথে বুকিং-এর পরিমাণ পরিশোধ করলেই চুক্তি হয় না।

প্রস্তাবটি গ্রহণ করার মতো অবস্থায় নেই এবং বাদীরাও তা গ্রহণ করার মতো অবস্থানে নেই, কারণ কিছু ধারার ক্ষেত্রে তাদের কিছু আপত্তি রয়েছে। পক্ষগুলির মধ্যে কোনও মতৈক্য হয়নি, প্রস্তাবিত পরিবর্তন ছাড়া প্রদত্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে এক পক্ষ অনিচ্ছুক এবং অন্য পক্ষ, প্রস্তাবিত কোনও পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক না হয়ে, বুকিং বাতিল করে ওয়াক আউট করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। অতএব, চুক্তি কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট ত্রাণ আইনের প্রযোজ্যতা সম্পর্কে মিঃ রায় যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তা পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি না থাকায় কোনও আস্থা জাগায় না।

১৮. বাদীদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির এই বিষয়টির বিচারের এখতিয়ার সম্পর্কে বাদীরা যথেষ্ট সচেতন। ৩১.৭.২০২৩ তারিখে RERA আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার পর, কর্তৃপক্ষকে সময় না দিয়ে, সচেতনভাবে বাদীরা দেওয়ানি আদালতের দ্বারস্থ হন এবং ৪.৮.২৩ তারিখে মামলা দায়ের করেন। যখন দেওয়ানি আদালত এই ধরনের মামলা গ্রহণের এখতিয়ার থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে পূরণ করা আবেদনটি যুক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং খারিজ করার যোগ্য হয়, যা আমি সেই অনুযায়ী করি।

১৯. যদিও শ্রী ব্যানার্জি নির্বাচনের মতবাদের মাধ্যমে প্রতিরোধের বিষয়টি নিয়ে যুক্তি দেন, যখন দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার স্পষ্টভাবে বাতিল করা হয়, আমি শ্রী ব্যানার্জি যেমনটি উত্থাপন করেছিলেন, সেই বিষয়টি ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যখন বাদীর পক্ষে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা সম্ভব ছিল না।

২০. মামলাটি শেষ করার আগে, আমি আরও বলতে চাই যে RERA আইন, ২০১৬ এর ধারা ৭৯ এর অধীনে নির্ধারিত আইনগত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আইনের অপব্যবহার এড়াতে, আমি উভয় মামলাই খারিজ করতে আগ্রহী। ২০২৩ সালের ১০৫৪ নম্বর মালিকানা মামলাটিও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং ২০২৩ সালের ২৭২ নম্বর বিবিধ আপিল মামলারও ভাগ্য একই রকম।

২১. তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ না দিয়েই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি বিরোধিতার ভিত্তিতে খারিজ করা হচ্ছে। তবে এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে মামলার সারমর্ম সম্পর্কে কিছুই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং এটি আবেদনকারীকে উপযুক্ত ফোরামের সামনে প্রতিকার চাওয়া থেকে বিরত রাখবে না।

২২. এই রায়ের অনুলিপি তথ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং বিজ্ঞ জেলা জজ, আলিপুর-এর কাছে প্রেরণ করা হবে।

২৩. যদি আবেদন করা হয়, তাহলে জরুরি ফটোস্ট্যাট কপি স্বাভাবিক আনুষ্ঠানিকতা পূরণ সাপেক্ষে উপলব্ধ করা হবে।

(বিচারপতি,সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal